ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৫৭৮
আগরতলা, ২৮ আগস্ট, ২০২৫

অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়া রোগীর পাকস্থলীতে পলিপেক্টমি সফল অস্ত্রোপচার

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ একের পর এক জটিল রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে রোগী ও রোগীর পরিবার-পরিজনদের মুখে হাসি ফুটিয়ে চলেছেন। এমনই এক জটিল রোগের চিকিৎসার ফলে সুস্থ হয়ে উঠেছেন রোগী। তাতে কোনও ধরনের অজ্ঞান করার ওষুধ প্রয়োগ না করে অর্থাৎ অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়াই এক জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগীর পেট থেকে বের করে আনা হয়েছে বিশাল আকারের মাংসপিণ্ড। তাও রোগীর পরিবার-পরিজনেরা প্রায় বিনা খরচেই এই জটিল অস্ত্রোপচারের সুযোগ লাভ করে। এই ধরনের অস্ত্রোপচার কোনও বেসরকারি হাসপাতালে করাতে হলে শুধুমাত্র অস্ত্রোপচার বাবদই কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করতে হতো। গত ৮ আগস্ট আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শুভদীপ পাল সফল ভাবে রোগীর এই জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন।

আগরতলা কুঞ্জবন মালঞ্চ নিবাস এলাকার ৬৩ বৎসর বয়স্ক এক বাসিন্দা দীর্ঘ দিন যাবৎ পেটের যন্ত্রণা সহ শরীরের নানা ধরনের জটিলতায় ভুগছিলেন। এছাড়া তিনি মধুমেহ তথা ডায়াবেটিক রোগেও আক্রান্ত ছিলেন, সাথে উচ্চ রক্তচাপ সহ বৃক্ক তথা কিডনির রোগে গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে ভুগছিলেন এবং গত তিন মাস ধরে উনার ডায়ালিসিস চলছিল। এর মধ্যে গত দুই মাস ধরে উনার হজমের সমস্যা হচ্ছিল। প্রায় দিনই উনি যা খেতেন তাই বমি হয়ে যেত, এছাড়া সব সময় উনার বমি বমি ভাব হত। উনার শারীরিক জটিলতা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। তিনি এই সমস্যাগুলির জন্য বিভিন্ন চিকিৎসককে দেখিয়েছেন। তাতে তেমন কোনও লাভ হয়নি, এমনকি উনার শারীরিক জটিলতার লাঘব হয়নি।

এর মধ্যে সম্প্রতি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালে সুপার স্পেশালিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ শুভদীপ পাল যোগ দেন। গত ১৭ জুলাই তিনি জিবিপি হাসপাতালে সুপার স্পেশালিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডাঃ শুভদীপ পালকে দেখান, তিনি রোগীর সমস্যার কথা শুনে উনাকে গত ১৮ জুলাই অ্যান্ডোস্কোপি সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতেই ডাঃ পাল দেখতে পান যে রোগীর পাকস্থলীর ভেতরে বড়সড় একটি মাংসপিন্ড জমাট বেঁধে রয়েছে। চিকিৎসকের পরিভাষায় যাকে পেডানকুলেটেড পলিপ বলা হয়। রোগীর পাকস্থলীর ভেতরে এই মাংসপিন্ড পাকস্থলী থেকে দ্রুত অপসারণ করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে ডাঃ পাল দ্রুত অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা নেন। সেই অনুসারে ডাঃ পাল উক্ত সমস্যাটি সম্পর্কে রোগী ও উনার স্ত্রীকে জানান এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে রোগীর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিন্ত অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক জটিলতা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রোগীর শারীরিক জটিলতার কথা বিবেচনা করে অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে অজ্ঞান করা সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় অস্ত্রোপচারের আগেই অঘটন ঘটে যেতে পারে। এই আশঙ্কার কথা বিবেচনা করে ডাঃ পাল রোগীকে অজ্ঞান না করেই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রোগীর অস্ত্রোপচারের আগে বায়োপসি সহ অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কেননা পাকস্থলীতে এমন মাংসপিণ্ড ক্যান্সারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবশেষে গত ৮ আগস্ট দ্বিতীয় বার এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে টানা পঁচিশ মিনিট ধরে রোগীর পাকস্থলীতে পলিপেক্টমি সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন ডাঃ শুভদীপ পাল। উক্ত অস্ত্রোপচারে ডাঃ পাল-এর সাথে সহায়তায় ছিলেন ওটি অ্যাসিসট্যান্ট সৌরভ শীল,নার্সিং অফিসার সুনম শীল,গোপা দে ও শুক্লা সরকার।

উল্লেখ্য এই অস্ত্রোপচারের এক দিন পরই রোগীকে হাসপাতাল থেকে গত ৯ আগস্ট ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এই সফল অস্ত্রোপচারে জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, ডাঃ শুভদীপ পালের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি জানান যে এই ধরনের অস্ত্রোপচার জিবিপি হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোনও বেসরকারি হাসপাতালে বা বহিঃরাজ্যে করালে শুধু অস্ত্রোপচার বাবদই এক লক্ষ টাকার বেশি খরচ হত এবং এর সঙ্গে যুক্ত হত আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ। রাজ্যেই জিবিপি হাসপাতালে প্রায় বিনা খরচে এই ধরনের সফল অস্ত্রোপচারের সুফল লাভ করার ফলে রোগীর পরিবার-পরিজনেরা ডাঃ শুভদীপ পাল সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

*****